জয় বদ্রীনাথ বিশ্বম্ভরম্

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

বৈকুণ্ঠাধিপতি ভগবান নারায়ণ বদ্রীনাথধামে বা বদরিকাশ্রমে ‘‘বদ্রীনাথ বা বদ্রীনারায়ণ’’ রূপে পূজিত হন। প্রাচীনকালে হিমালয় পর্বতোপরি বদ্রীনাথধামে বদরী ফলের বৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল এবং সে স্থলে বহু মুনি-ঋষি ও দেবগণ তপোরত হইয়া বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের দর্শনলাভে মোক্ষমূলক বর প্রাপ্ত হন; এই সকল দেবগণ ও মুনি-ঋষিগণের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান শ্রীহরি চিরকাল বদরিকাশ্রমে স্থায়ীভাবে বাস করিবেন বলিয়া উঁহাদের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ইহার ফলে প্রাচীন যুগ হইতে অদ্যাবধি ভগবান নারায়ণের মাহাত্ম্য বদ্রীনাথধামে প্রকটিত হইয়া আসিতেছে। বদরিকাশ্রমে বদরীবৃক্ষের তলে আবির্ভূত হইয়া ভগবান পুরষোত্তম শ্রীহরি নারায়ণ সনাতন ধর্ম রক্ষার্থ সময়ে সময়ে পরাশাস্ত্রাদি সকল বিষয়ে মুনিঋষিগণকে উপদেশ প্রদান করেন বলিয়া তাঁহার নাম ‘‘বদ্রীনাথ’’ হইয়াছে। বদ্রীনাথ বা বদরীনাথ নাম মাহাত্ম্যে ‘‘বদর’’ শব্দের অর্থ পূর্ণচন্দ্র; অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্রমা সদৃশ ঈশ্বর যিনি, তিনিই হইলেন বদ্রীনাথ পুরুষোত্তম স্বয়ং—পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ শ্রীহরিরূপ।

পুরাণে কথিত আছে যে কলিকাল সমাগত হইলে বেদ, শাস্ত্রাদি সকল বিলুপ্ত হইবে; তখন সাত্বতপতি ভগবান শ্রীহরি বদরিকাতীর্থে বিরাজিত ও প্রকটিত থাকিয়া সনাতন শাশ্বত বিদ্যাকে রক্ষা করিবেন। এই বদরিকাশ্রম তীর্থ সর্বার্থসাধন ও মুক্তিকামীগণের সর্বসিদ্ধিপ্রদ সিদ্ধক্ষেত্র বলিয়া পরিগণ্য। সেই কারণে জগতের ঋষিসংঘ এই স্থলে সম্মিলিত হইয়া মুক্তিমার্গের সাধনায় নিয়ত নিরত থাকিয়া জগৎকল্যাণ কর্মে নিযুক্ত থাকেন। শ্রীহরি ক্ষেত্র এই বদরিকাতীর্থ ত্রিলোক মধ্যে সুদুর্লভ। পুরাকালে সাধুগণের প্রীতির উদ্দেশ্যে রম্য কৈলাস শিখরে ঋষিগণ সমক্ষে কার্ত্তিকেয়কে পার্বতীপতি মহাদেব এই কথা বলিয়াছিলেন যে ‘‘অন্যান্য তীর্থে পরমদারুণ তপস্যা করিয়া যে ফললাভ হয়, এই বদরীতীর্থে বদ্রীনাথ বিশালের পূজার্চনা মাত্রই নর মুক্তিভাগী হয়। ভগবান নারায়ণ যুগযুগান্তভেদে কখনো কখনো অন্য তীর্থ সকল পরিত্যাগ করিয়া থাকেন কিন্তু এই বদরীতীর্থ কদাচ পরিত্যাগ করেন না। এই ক্ষেত্রে নিখিল তীর্থ, দেবতা ও ঋষিগণ বাস করেন বলিয়াই এই তীর্থ ‘বিশালা’ নামে বিখ্যাতা।

বদরীতীর্থের অনন্যগুণ মাহাত্ম্য দেবাদিদেব শংকর কার্ত্তিকেয়র নিকট ব্যক্ত করিলে পর তখন কার্ত্তিকেয় (স্কন্দ) পিতার নিকট বদরীতীর্থের উদ্ভব কথা শুনিবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ইহাতে শিব বলিলেন যে পূর্বকালে সত্যযুগের প্রারম্ভে একদা পরমপিতা মহাপ্রজাপতি ব্রহ্মা স্বীয় তনুজাকে অসামান্য রূপযৌবন সম্পন্না দেখিয়া কামশরে জর্জরিত হইয়া তাহার প্রতি কুমনোভাবপূর্বক ধাবিত হইলে পরে তখন ব্রহ্মার এই অসভ্য ও দুর্ব্যবহার দেখিয়া শিব রোষ পরবশ হইয়া খড়্গদ্বারা ব্রহ্মার শিরচ্ছেদন করেন। ব্রহ্মার শিরচ্ছেদন করিলে কপালরূপিনী ব্রহ্মহত্যা আসিয়া শিবকে আশ্রয় করিলে পর তিনি সত্বর সেই ব্রহ্মকপাল করে লইয়া তীর্থসেবার জন্য বহির্গত হইলেন; তখন কখনো স্বর্গে, কখনো ভূতলে এবং কখনো বা পাতালে তিনি তপশ্চারণ ও তীর্থসেবা করিতে লাগিলেন; কিন্তু ব্রহ্মহত্যা তাহাকে পরিত্যাগ করিল না। পূর্ববৎ কপাল তাহার হস্তেই রহিয়া গেলে তখন শিব শ্রীহরির সন্দর্শনার্থ বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া তৎসান্নিধ্যে সবিনয়ে অবনত হইয়া সেই করুণাত্মার নিকট সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপিত করিলেন। ইহাতে ভগবান শ্রীহরি শিবকে বদরী দর্শনের উপদেশ প্রদান করেন এবং শিবও তাঁহার উপদেশানুসারে বদরীতীর্থে উপস্থিত হন। শিব বদরীতীর্থে উপস্থিত হইলে পরেই তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মহত্যাও শিবকে পরিত্যাগ করিল এবং মুহুর্মুহু কম্পমানা হইয়া অন্তর্হিত হইল! তখন কপালও শিবের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া গেল। সেই সময় হইতে শিব পার্বতীর সহিত সাদরে এই বদরীক্ষেত্রে বাস করত ঋষিগণের প্রীতি উৎপাদন পূর্বক তথায় তপস্যা করিতেছেন। বারাণসী শ্রীশৈল এবং শিবার সহিত কৈলাসে বাস করিলে শিবের যেরূপ প্রীতি হয়,

বদরীতীর্থবাসে তাহার তদপেক্ষা অনন্তগুণ অধিক প্রীতি হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে শ্রীহরির চরণ সান্নিধানে স্বয়ং বৈশ্বানর অগ্নি বিরাজিত রহিয়াছেন। সেই বৈশ্বানর সমীপে কেদাররূপী সদাশিবের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বারাণসীতে দেহাবসান হইলে মানবগণের যে মুক্তি হয় তাহার নাম ‘‘ব্রহ্মমুক্তি’’; শিবের এই বদরী সন্নিহিত কেদার লিঙ্গের পূজনেই মানবগণের তাদৃশ মুক্তি প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

হরের শ্রীমুখে এইরূপ বদরীতীর্থ ও কেদার লিঙ্গ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তখন ভগবান স্কন্দ জানিতে চাহিলেন যে বৈশ্বানর অগ্নিদেব কি জন্য বদরীবনে অবস্থান করিলেন। ইহাতে শিব বলিলেন যে একদা অগ্নিদেব বদরীক্ষেত্রে উপনীত হইয়া মুনিঋষিগণের সম্মুখে উপবেশন পূর্বক বিনয়াবনত মস্তকে নিবেদন করিলেন — ‘‘নিরন্তর শাস্ত্র দর্শন করিয়া আপনাদের দৃষ্টি একমাত্র জ্ঞানযোগেই যুক্ত রহিয়াছে, আপনারা ব্রহ্মবিত্তম। দীনের জন্য আপনাদের করুণাপূর্ণ হৃদয় দয়ায় আর্দ্র হইয়া থাকে, অশেষ পাপ পুঞ্জে আমার চিত্ত লিপ্ত; এক্ষণে নরক হইতে কিরূপে আমার মুক্তি হইবে?’’ অনন্তর সেই সকল প্রধান প্রধান মুনিঋষিগণের মধ্য হইতে গঙ্গাজলাপ্লুত দেহ মুনিবর ব্যাসদেব বৈশ্বানরকে বলিলেন — ‘‘হে বৈশ্বানর! আপনার পাপ-নিষ্কৃতির এক পরম উপায় হইল এই যে আপনি বদরীর শরণ গ্রহণ করুন; তবেই আপনার সর্বভক্ষ নামক দোষের উপশম হইবে। আপনি বদরীতীর্থে গমনপূর্বক জাহ্নবীজলে স্নান করিয়া শ্রীহরিকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করুন। এইরূপ করিলেই আপনার পাপ ক্ষয় হইবে।’’ তদনন্তর বৈশ্বানর বদরিকাশ্রমে উপনীত হইয়া গঙ্গায় স্নান করিয়া নারায়ণাশ্রমে গমনপূর্বক ভক্তিভাবে শ্রীহরিকে নতি-স্তুতি করিয়া পূজার্চনা করিলে পর ভগবান নারায়ণ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে তখন অগ্নি বলিলেন — ‘‘হে বিভো! আমি যদি সর্বভক্ষ্যই হইলাম তবে আমার নিষ্কৃতি হইবে কিরূপে? এজন্য আমার অত্যন্ত ভীতি হইতেছে।’’ ইহা শুনিয়া ভগবান বলিলেন, ‘‘আমার এই ক্ষেত্র দর্শনমাত্রেই প্রাণীগণের পাপ বিনষ্ট হয়। সুতরাং আমার অনুগ্রহে কদাচ তোমাকে পাপস্পর্শ করিবে না।’’ বদ্রীনাথধামে যথায় অগ্নি তপস্যা করিয়াছিলেন সেই স্থল ‘‘অগ্নিতীর্থ’’ নামে পরিচিত হইল।

অগ্নিতীর্থের উদ্ভব কথা শ্রবণ করিয়া স্কন্দ শিবকে বলিলেন, ‘‘হে পিতঃ! আপনি অখিল প্রাণীগণের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং সকল শাস্ত্রে বিশারদ। কৃপাপূর্বক আমায় অগ্নিতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন করুন।’’ ভগবান শিব বলিলেন, ‘‘হে তাতঃ, ইহা জানিয়া রাখ যে নিখিল তীর্থই অগ্নিতীর্থের সেবা করে এবং ইহা অতি গুহ্য। অত্যন্ত মলযুক্ত স্বর্ণ যেরূপ অগ্নিসংযোগে বিশুদ্ধিলাভ করে, তদ্রূপ দেহী অগ্নিতীর্থে আগমন করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। অন্যান্য তীর্থে স্নান, দান, জপ, হোম, সন্ধ্যা এবং দেবপূজা করিলে যে পুণ্যফল লব্ধ হয়, এই তীর্থে ঐ সকল কৃত হইলে তাহার অনন্তগুণ অধিক ফললাভ হয়। এই বিশ্বে বহু শ্রেষ্ঠ পূততীর্থ আছে, কিন্তু বহ্নিতীর্থের তুল্য হয়ও নাই হইবেও না। ব্রহ্মা, শিব, শেষনাগ, দেব এবং ঋষিগণ কেহই বহ্নিতীর্থের ফল বলিতে সমর্থ নহেন। যে নর বহ্নিতীর্থে উপবাস দ্বারা প্রাণজয় করিয়া জনার্দ্দনের পূজা করে, সে অনলতুল্য হয়। এস্থলে শিলা-পঞ্চকের মধ্যে নিত্যই হরির সান্নিধ্য রহিয়াছে এবং তথায় সর্বপাপ প্রণাশন পূত পাবকতীর্থ অবস্থিত।’’ ইহা শ্রুত হইয়া স্কন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘‘হে পিতঃ! এই ‘শিলা পঞ্চক’ কি? এবং কাহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা আমাকে বলুন।’’ তখন শিব বলিলেন — ‘‘শিলাপঞ্চকের নাম শ্রবণ কর—নারদী, নারসিংহী, বারাহী, গারুড়ী এবং মার্কণ্ডেয়ী— এই বিখ্যাত পঞ্চশিলা এবং এই শিলাপঞ্চক সর্বাভীষ্টপ্রদ। মুনিসত্তম নারদ মহাবিষ্ণুর দর্শন মানসে বায়ুভোজী ও ফলাহারী হইয়া এই শিলায় ছয়সহস্র বৎসর দুষ্কর তপস্যা করেন। তখন ভগবান হরি মুনির তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ বেশে তাহার সমীপে উপনীত হন এবং তাহার তপের কারণ অবগত হইয়া নিজ স্বরূপ দর্শন পূর্বক তাহাকে বরপ্রদান করেন। নারদ বলিলেন, ‘‘হে জনার্দ্দন! আপনার দর্শনলাভ করিয়াছি; অতএব আমার জীবন, তপস্যা এবং জ্ঞান সকলই আজ ধন্য হইল।’’ স্তব শুনিয়া ভগবান বলিলেন, ‘‘হে নারদ! তোমার তপস্যায় ও স্তবে আমি প্রসন্ন হইয়াছি। ত্রিলোক মধ্যে তোমার মত শ্রেষ্ঠ ভক্ত আমার আর দ্বিতীয় নাই। তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমায় বরদান দিবার জন্য সমাগত হইয়াছি, অতএব বর প্রার্থনা কর। হে নারদ! আমার দর্শনে তোমর সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে।’’ ইহাতে নারদ বলিলেন, ‘‘হে দেব! আপনি যদি আমাকে বরদান করিতেই আসিয়া থাকেন আর আমি যদি বর গ্রহণের উপযুক্ত হই তবে আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার নিশ্চলা ভক্তি প্রদান করুন। দ্বিতীয়তঃ, আপনি কদাচ যেন আমার শিলার সান্নিধ্য পরিত্যাগ না করেন এবং তৃতীয়তঃ,

আমার এই তীর্থের দর্শনে যেন মানবগণের মুক্তি হয়।" ভগবান বলিলেন, "নারদ, তাহাই হউক। তোমার স্নেহে আমি এই তীর্থে বাস করিব। চরাচর সমস্ত জীবই এই তীর্থের দর্শনাদিতে মুক্তিলাভ করিবে, সংশয় নাই।" অনন্তর শ্রীহরি এইরূপ বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন। তৎপরে নারদও সেই বদরী-কাননে কিছুদিন বাস করিয়া মধুপুরে প্রস্থান করিলেন।

ইহার পর স্কন্দ শিবের নিকট মার্কণ্ডেয় শিলার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে চাহিলেন। শিব বলিলেন, "পুরাকালে ত্রেতা যুগাবসানে মহান মৃকণ্ডুনন্দন মার্কণ্ডেয় স্বীয় আয়ু অল্প জানিয়া পরম মন্ত্র জপ করেন। তিনি দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে অব্যয় হরির পূজা করিয়া সপ্তকল্প আয়ু লাভ করত তথা হইতে চলিয়া যান। তারপর তিনি তীর্থপর্য্যটনের শ্রমের বিষয় আলোচনা করিয়া মথুরায় গমন করেন এবং তথায় নারদের দর্শনলাভ করত সেই মুনিসত্তমের পূজা-বন্দনাদি করেন। নারদ তখন মথুরায় অবস্থানপূর্বক শ্রীহরির আবাস বদরীতীর্থের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছিলেন। তিনি মার্কণ্ডেয়কে দেখিতে পাইয়া তাহাকে বদরীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য এবং তথায় শ্রীহরির নিত্য বিদ্যমানতা সম্বন্ধে জ্ঞাপিত করেন। নারদের উপদেশে মার্কণ্ডেয় বিশাল বদরীক্ষেত্রে গমনপূর্বক স্নান করিয়া শিলায় বসিয়া অষ্টাক্ষর পরম মন্ত্র ত্রিদিবস ব্যাপী জপরত হইয়া শ্রীহরির ধ্যান করিলে পর ভগবান প্রসন্ন হইয়া মার্কণ্ডেয় সমীপে উপনীত হন। ভগবানকে দর্শন করিয়া মার্কণ্ডেয় স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, "হে দীনবৎসল! আপনি যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন তবে হে ভগবন্! আমি যেন আপনার পূজা ও দর্শন করিতে পারি, আমাকে এইরূপ ভক্তি দান করুন। আমার এই শিলায় আপনার সান্নিধ্য হউক, এক্ষণে ইহাই আমার অভীষ্ট বর।" ভগবান মহাবিষ্ণু তখন "তাহাই হউক" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মুনি মার্কণ্ডেয়ও তখন তদীয় পিতার আশ্রমে গমন করিলেন।

ইহার পর স্কন্দ পিতার নিকট গারুড়ী শিলার মাহাত্ম্য কথা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শিব বলিলেন, "কশ্যপের ঔরসে ও বিনতার গর্ভে মহাবল পরাক্রম অরুণ ও গরুড় নামে দুই তনয় জন্মে;তন্মধ্যে অরুণ সূর্য্যদেবের সারথি হয় এবং গরুড় "শ্রীহরির বাহন হইব" এইরূপ কামনা করিয়া বদরীর দক্ষিণভাগে গন্ধমাদন শৃঙ্গে সম্যক তপস্যা করে। ফলমূল-জলাহারী হইয়া একপদ ভূতলে ভর করিয়া, বিনা ক্লেশে জপ তপ করিয়া গরুড় হরির দর্শন লালসায় তিনশত সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত করিলে পর ভগবান গরুড় সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। ভগবান হরিকে দেখিয়া গরুড়ের পুলকে সর্বাঙ্গ পূরিত হইল এবং তখন তিনি অঞ্জলিবদ্ধ ভাবে হরির স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা গরুড় স্তব করিয়া হরির পূজার জন্য ত্রিপথগা গঙ্গাকে তথায় আহ্বান করিলেন। তাহার আহ্বানে গঙ্গা পঞ্চমুখী হইয়া সেই শৈল শিখরে আবির্ভূত হইলেন। গরুড় তখন সেই পূত জাহ্নবী জলে হরির পাদ্য ও অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। ইহাতে প্রসন্ন হইয়া হরি তাহাকে বর দিতে চাহিলে গরুড় বলিলেন, "আমি আপনার অনুগ্রহে শ্রীমান, বলশালী ও পরাক্রমশালী এবং দেব ও দৈত্যগণের অজেয় হইয়া একমাত্র আপনার বাহন হইতে অভিলাষ করি। এক্ষণে আমি যে শিলায় বসিয়া তপস্যা করিয়াছি, এই শিলা আমার নামে বিখ্যাতি লাভ করুক এবং যে সকল ব্যক্তি এই শিলার শরণ লইবে তাহাদের যেন বিষব্যাধি না হয়, ইহাও আমার অভীষ্ট জানিবেন।" গরুড়ের কথা শুনিয়া শ্রীহরি "তাহাই হউক" বলিয়া গরুড়ের প্রার্থনায় অঙ্গীকার পূর্বক এইরূপ বলিলেন— "হে গরুড়! সম্প্রতি নারদ বদরী বনের সেবা করিতেছেন। তুমি তথায় গমন পূর্বক শুচি হইয়া নারদতীর্থে স্নানকরত উপবাসত্রয় এবং আমাকে দর্শন করিলেই আমি তোমার সুলভ হইব।" এইরূপ কহিয়া হরি তথা হইতে বিদ্যুৎগতিতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। গরুড়ও তখন বদরীধামে যাইয়া বহ্নিতীর্থ প্রাপ্ত হইয়া শিলায় আশ্রয় গ্রহণ করত ব্রতাচারণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে নারদতীর্থে অবস্থিত হরিকে দর্শন করিয়া গরুড় তাঁহাকে যথাবিধি নমস্কার পূর্বক তদীয় আদেশানুসারে স্বীয়পুরে প্রস্থান করিলেন।" শিব বলিলেন, "হে স্কন্দ, তদবধি ঐ শিলা ত্রিলোকে "গারুড়ীশিলা" নামে প্রসিদ্ধ আছে।"

গরুড় দেব

"গারুড়ী শিলা" কথন শুনিয়া স্কন্দ পিতাকে কহিলেন, "হে পিতঃ! আপনি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর। এক্ষণে আমার নিকট বারাহী শিলার মাহাত্ম্য কীর্তন করুন।" শিব বলিলেন— "শ্রীহরি বরাহরূপে সুরবৈরী হিরণ্যাক্ষকে রণে নিহত ও

রসাতলগতা বসুন্ধরাদেবীকে উদ্ধার সাধন করিয়া বদরীবনে আগমন করেন। বদরীক্ষেত্রের সৌষ্ঠববৃদ্ধি কামনায় সুরশ্রেষ্ঠ হরি কল্পান্তকাল যোগধারণায় অবস্থিত থাকিয়া এই ক্ষেত্রেই স্বীয় আত্মার প্রতিষ্ঠা করেন। হে স্কন্দ! তথায় শ্রীহরি শিলারূপে আপনাকে স্থাপিত করিয়াছিলেন। যে মানব এই বদরীতীর্থে গমনপূর্বক পূত গঙ্গায় স্নান করিয়া শান্তস্থিত সমাহিত চিত্তে অহোরাত্র তথায় বাস করিয়া একাগ্রচিত্তে জপ-ধ্যান আরাধনাদি সম্পন্ন করে, তাহার শিলা মধ্যেই শ্রীহরির দেব-দর্শন হইয়া থাকে। সাধক এইস্থানে যাহাই প্রার্থনা করে, সুদুষ্কর হইলেও অচিরে তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে।" স্কন্দ কহিলেন, "হে প্রভো! আপনার অনুগ্রহে আমি বিবিধ দুর্লভ কথা শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে বদরীক্ষেত্রের নারসিংহী শিলার মাহাত্ম্য কীর্তন করুন।" স্কন্দের অনুরোধে শিব বলিলেন, "ক্রোধানলে প্রদীপ্তাঙ্গ হরি প্রলয়ানলতুল্য হইয়া লীলা সহকারে নখাগ্রদ্বারা হিরণ্যকশিপুকে নিহত করেন। তৎকালে দয়ালু দেবগণ অনতিদূরে বিদ্যমান থাকিয়া লীলা বিগ্রহধারী শ্রীহরির স্তব-স্তুতি করিয়াছিলেন। ইহাতে ভগবান তুষ্ট হইয়া দেবগণকে বলিয়াছিলেন, "আপনারা নির্বাণসুখের একমাত্র হেতুভূত অভীষ্ট বর প্রার্থনা করুন। তখন সুরগণের অধীশ্বর স্বয়ম্ভু চতুরাননের মুখমণ্ডল ঈষৎ হাস্যে শোভিত হইল এবং তিনি বলিতে লাগিলেন— "হে নরসিংহ! আপনার উগ্ররূপ নিখিল প্রাণীর ভয়ঙ্কর; অতএব এইরূপ সংহার করুন। আপনি স্বীয় দিব্যমূর্তিকে যথাবিধি অনেকধা বিভক্ত করিয়া শৈলাদিতে স্থাপন পূর্বক আমাদের ভীতি দূরীভূত করুন।" হরি উত্তর করিলেন, "আমি আপনাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে বলুন, আপনাদের কি প্রিয় কার্য্য করিব?" সুরগণ বলিলেন, "হে বিশ্বমূর্তে! আপনার এই মূর্তি দেখিয়া আমরা সকলেই সংক্ষুব্ধ হইতেছি। সুতরাং আপনি আমাদের অন্তরের সুখদায়ক প্রশান্ত চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করুন।" ইহা শুনিয়া শ্রীহরি বিশ্বের উপর দিব্যদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক বিশালায় গমন করিলেন এবং তথায় নিবিষ্ট চিত্তে জাহ্নবী জলে ক্রীড়া করিতে করিতে দেবগণের প্রতি অভয়বাণী বলিতে লাগিলেন। তৎপরে দেবগণ তাঁহাকে জল মধ্যস্থিত দেখিয়া নির্ভয় হইলেন এবং স্ব স্ব পুরে চলিয়া গেলেন। দেবগণ চলিয়া গেলে তপোধন ঋষিগণ আগমন করিলেন এবং নৃসিংহ হরিকে স্তব-স্তুতিতে বন্দনা করিতে লাগিলেন। ঋষিগণের বন্দনায় সন্তুষ্ট হইয়া তখন ভগবান নৃসিংহদেব বলিলেন, "হে ঋষিগণ! বর প্রার্থনা করুন।" ঋষিগণ কহিলেন, "হে ভগবন্, যদি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে কৃপা করিয়া আপনি বদরীতীর্থ ত্যাগ করিবেন না আমাদের ইহাই একমাত্র প্রার্থিত।" তখন শ্রীহরি "তাহাই হউক" বলিয়া ঋষিগণের কথায় অঙ্গীকার করিলে পর তাহারা নিজ অশ্রমে গমন করিলেন। তখন নৃসিংহদেবও শিলারূপ ধারণ করিয়া জল ক্রীড়ারত হইলেন। যে মানব উপবাসব্রত ধারণ করিয়া জপ-ধ্যান পরায়ণ হইয়া তিন দিন শ্রীহরির ধ্যানে মগ্ন থাকেন, তিনি সাক্ষাৎ শ্রীহরির নৃসিংহ রূপ দর্শন করিয়া জীবনকে ধন্য করেন।

পুরাকালে সত্যযুগের প্রারম্ভে প্রাণীগণের হিতার্থে ভগবান তপোযোগ অবলম্বনে ও ত্রেতাযুগে ঋষিগণসহ যোগাভ্যাসে একনিষ্ঠ হইয়া এবং দ্বাপরযুগ উপস্থিত হইলে সুদুর্লভ জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া বদ্রী-বিশালায় বাস করেন। কিন্তু দ্বাপরযুগেই হঠাৎ দেব ও মুনিদিগের নিকট ভগবান অদর্শ হইলেন! তখন তপস্যা-প্রভাবে দেব ও ঋষিগণ ভগবৎগতি বিদিত হইতে অসমর্থ হইয়া বিস্ময়াকুল চিত্তে তাহারা ব্রহ্মার নিকট গমন করেন। তখন ব্রহ্মা বিশালায় ভগবানের অনুপস্থিতির কথা শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ ও দেবগণকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীর নীরনিধি সমীপে গমন করিলেন এবং সেখানে গিয়া জগন্নাথের স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার স্তবে প্রীত হইয়া শ্রীহরি তখন সমুদ্র শয়ন হইতে গাত্রোত্থান পূর্বক বলিলেন যে ব্রহ্মাই একমাত্র শ্রীহরির পরব্রহ্মরূপ বিদিত আছেন, অপর কেহ জানিতে পারে না। তাই ব্রহ্মা তখন হরির স্বরূপ হৃদয়ে অবধারণপূর্বক প্রবোধিত হইয়া দেব ও ঋষিগণকে বলিলেন যে যুগের প্রভাবে মানবগণকে

শুভবুদ্ধিহীন ও দুর্মেধা সম্পন্ন দেখিয়া শ্রীহরি অন্তর্হিত হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তখন দেবগণ সকলেই চলিয়া গেলেন। তখন লোকহিতার্থে ভগবান শঙ্কর যতিরূপ ধারণ করিয়া হরিকে নারদতীর্থ হইতে আনয়ন করিয়া বিশালায় স্থাপন করিলেন। কলিকাল সমাগত দেখিয়া শ্রীহরি প্রায় সকল তীর্থ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু শিবের তপস্যায় বিভু হরি এই বদরীক্ষেত্রে সম্প্রতি অবস্থান করিতেছেন।

আদিযুগ হইতে এই বদরীতীর্থে বহুমুনি ঋষি দেবগণ সিদ্ধগণ তপস্যা করিয়া পূর্ণসিদ্ধ ও আপ্তকাম হইয়াছেন। প্রহ্লাদ প্রমুখ ভক্তগণ এই হরির ক্ষেত্রে তপস্যা করেন। বদরী-বিশালায় কপালমোচন তীর্থ (যেখানে শিব 'ব্রহ্মহত্যা' থেকে নিষ্কৃতি পান), ব্রহ্মতীর্থ ও ব্রহ্মকুণ্ড (যেখানে হয়গ্রীব ভগবান আবির্ভূত হইয়া বেদাদির পুনরুদ্ধার ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন এবং জ্ঞানগঙ্গা স্বরূপিনী সরস্বতী নদীর আবির্ভাব হয়), ইন্দ্রতীর্থ, ইন্দ্রতীর্থে মানসোদ্‌ভেদ তীর্থ (যেখানে তপস্যা করিলে বেদব্যাস সদৃশ হওয়া যায়), মানসোদ্‌ভেদের পশ্চিমে মনোহর বসুধারাতীর্থ (যেখানে নারদের কথায় বসুগণ তপস্যা করিয়া সিদ্ধ হন), পঞ্চধারা তীর্থ (যেখানে প্রভাস, পুষ্কর, গয়া, নৈমিষারণ্য ও কুরুক্ষেত্র ইহারা দ্রবভাবে পরিণত হইয়া পঞ্চধারারূপে পতিত হয়); এই পঞ্চধারাতীর্থের পাঁচটি নির্মলধারা বদ্রীনাথধামে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। সোমকুণ্ড তীর্থ (অত্রিপুত্র সোমের তপোস্থলী) বা সোমতীর্থ, দ্বাদশাদিত্য তীর্থ (কাশ্যপ এই তীর্থে তপশ্চরণ করিয়া দিবাকর হইয়াছিলেন); এই স্থানে চতুঃশ্রোত তীর্থ আছে। (যেখানে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই বর্গচতুষ্টয় দ্রবরূপে প্রবাহিত); সত্যপদতীর্থ বা সত্যপদকুণ্ড (যেখানে স্নান করিলে সত্যলোক প্রাপ্তি হয়), নরনারায়ণাশ্রম, উর্ব্বশী তীর্থ (যেথায় সাক্ষাৎ ভগবান ধর্মের ঔরসে মূর্তির গর্ভে 'নর ও নারায়ণ' রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বিশালা পর্বতে তপস্যা করিলে ইন্দ্র তপস্যা বিনাশার্থে মদনকে সগণে প্রেরণ করিলে পর তখন অপ্সরা উর্ব্বশীকে সৃজন করিয়া নরনারায়ণ বাসবকে অর্পণ করিলে ইন্দ্র তখন সব কিছু ভুলিয়া গিয়া নিজালয়ে প্রস্থান করেন); উর্ব্বশীকুণ্ডের উপরিভাগে ভগবানের একটি আমোদভবন বিরাজিত এবং দক্ষিণে জগৎপতির আয়ুধনিচয় বিদ্যমান। ব্রহ্মকুণ্ডের দক্ষিণে নরাবাস নামক শ্রেষ্ঠ শৈল আছে এবং ভগবান এই নরাবাসের সন্নিধানে মেরুগিরিকে স্থাপিত করেন। সিদ্ধ ও মহর্ষি প্রভৃতিগণ এই মেরু শৃঙ্গে নারায়ণ কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া বিচরণ করেন। ভগবান নারায়ণ হরিও এখানে নবরূপে বিরাজ করিলেন। এখানে শ্রীহরি লোকপালগণকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এস্থলে একটি ক্রীড়া পুষ্করিণী রহিয়াছে। ইহাভিন্ন বদ্রীবিশালায় মানসোদ্‌ভেদ সঙ্গমের দক্ষিণে ধর্মক্ষেত্র, ইহার দক্ষিণে উর্ব্বশী সঙ্গম তীর্থ। তারপর কূর্ম্মোদ্ধার তীর্থ; তারপর ব্রহ্মাবর্ত্ততীর্থ, যাহা ব্রহ্মলোক প্রাপক। যাহারা একমাত্র ভগবৎপ্রপ্তির উদ্দেশ্যে বদ্রীনাথ তীর্থক্ষেত্রে তপস্যারত হয়, একমাত্র তাহারাই ভগবানের পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া বদ্রীবিশালের মহিমাকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন।

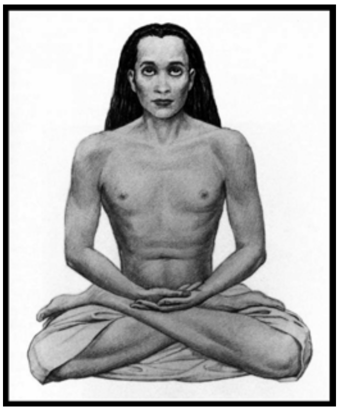

মহামুনি বাবাজী মহারাজ

অদ্যাবধি যে সকল ব্রহ্মর্ষি-মহর্ষি-সিদ্ধর্ষিগণ সনাতন ধর্ম রক্ষার্থে ধর্মশাস্ত্র সংরক্ষণার্থে বেদব্যাসের মহামণ্ডলের আসনকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ব্যাসদেবতুল্য। তাঁহাদের মধ্যে বর্তমানে মহামুনি মহাবতার বাবাজী মহারাজ (কৈলাসবিহারী) অন্যতম ও প্রধান।

(সহায়ক গ্রন্থ ঃ— "স্কন্দ পুরাণ")

— হরি ওঁ তৎ সৎ —

সাধনার কোন অবস্থায় "সহজ মানুষ" এর সাক্ষাৎ লাভ হয় ?

"সহজ সহজ সবাই কহয়ে, সহজ জানিবে কে?
তিমির অন্ধকার যে হইয়াছে পার, সহজ জেনেছে সে।।"

—অর্থাৎ, অজ্ঞান তিমিরান্ধের পক্ষে সহজ মানুষ দর্শন হয় না। সদ্‌গুরুর কৃপায় স্বরূপ সাধনের চরম সীমায় না পৌঁছানো পর্য্যন্ত অন্ধকারের পরপারে অবস্থিত জ্যোতি স্বরূপ সহজ মানুষের রূপ অনুভূত হয় না।

—চণ্ডীদাস